তারিখ ২৭/৯/৮১ … … …
পৃষ্ঠা… … … …কলাম… … …

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রসঙ্গ কথা

খালকাটা বিপ্লবের পর নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান শুরু হয়েছিল বেশ ঘটা করেই। বলা বাহুলা এই অভিযানও ছিল একটি বিপ্লব। আমাদের দেশে ক্ষমতার মসনদে বসা বিপ্লবী কর্তাব্যক্তিরা আবার সাধারণ কাজকর্ম পছন্দ করেন না। তাই বোধকরি খালকাটা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমকে বিপ্লবের নামাবলী পরানো হয়েছে। যাই হোক, নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিপ্লবী কার্যক্রম শুরু হলো। বিপ্লবী নেতারা সারাদেশ চষে বেড়িয়ে সভা-সেমিনারে বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়াতে লাগলেন। সুন্দর সুন্দর কথার মালা গেঁথে দেশবাসীকে উপহার দিলেন, রেডিও-টেলিভিশনে বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রচারণায় ঘরে টেকা দায় হলো। বিপ্লবের ঠ্যালায় নিরক্ষরতা 'এখন দূর হবে কি তখন দূর হবে' অবস্থা। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো সরকারের কর্মপ্রেরণা দেখে শুকরিয়া আদায় করলো। দেশবাসী ভাবলো নিরক্ষরতা দূর হলো বলে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্য রকম।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সূচনালগ্নে ইউনিয়নে ইউ,পি চেয়ারম্যান, স্থানীয় হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে কমিটি গঠন করা হলো। প্রত্যেক ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই সরবরাহ করা হলো। তারপরের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রদত্ত বইগুলো ইউ,পি কার্যালয় এবং স্থানীয় স্কুলসমূহে গুদামজাত হয়ে রইলো দিনের পর দিন বাজারজাত হওয়ার খবরও বিরল নয়। জানা গেলো কোন গণশিক্ষা কেন্দ্র বা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র না খুলেই নিরক্ষরতা দূর হয়ে গেছে বলে রিপোর্টিং পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে উক্ত মহলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের এলাকার কয়েকটি ইউনিয়নের কথাই উল্লেখ করা যায়: পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী দেশের অন্যান্য স্থানের খবরও তথৈবচ। অবশ্য কোন কোন ইউনিয়নে গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো ঠিকই সাইন বোর্ড সর্বস্ব। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলারা শুধুমাত্র নির্দেশ দিয়েই খালাস, তদন্ত বা অনুসন্ধানের কোন বালাই নেই। এভাবেই কথিত বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করলো। অতঃপর সরকারের বিপ্লবী ভূত ছাত্রদের ঘাড়ে এসে চাপলো। সরকার বাহাদুর হঠাৎ করেই নির্দেশ দিয়ে বসলেন এবছর থেকে প্রত্যেক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে দু'জন করে নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষর জ্ঞান দিতে হবে; নতুবা পরীক্ষায় ফেল। পরীক্ষার পড়াশুনার চাপে দিশেহারা ছাত্ররা প্রমাদ গুণলো। শুরু হয়ে গেলো কারচুপির প্রতিযোগিতা, বেশীর ভাগ ছাত্রই (মতান্তরে শতকরা ১০০ জন) শিক্ষিত লোককে নিরক্ষর ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে পরীক্ষার বৈতরণী পার হলো। কাজের কাজ কিছুই হলোনা এবং এভাবেই কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অভাবে একটি সুন্দর প্রয়াসের অপমৃত্যু ঘটলো।

কিন্তু এসবের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে কিছুসংখ্যক সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এদেরকেও সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ঠিকই, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এই পৃষ্ঠপোষকতার সুফল তাদের কাছে ছিটেফোটাও পৌঁছে কিনা সন্দেহ। সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আন্তরিকতার অভাব থাকলে কোন কাজই যে সফলতা অর্জন করতে পারে না নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের করুণ পরিণতি সেকথা আবারও প্রমাণ করলো।

অনৈক স্থানীয় অধিবাসী,
যোগলাবাজার, সিলেট।